



229456 - মুসলমিরে দোয়া প্রার্থতি বিষয় দিয়ে কথিবা অন্য বিষয় দিয়ে কবুল করা হয়

প্রশ্ন

কটে যদি আন্তরকিভাবে তার দ্বীনদাররি পরশিদ্ধরি জন্য দোয়া করে সটো কিসত্যহি বাস্তবায়তি হয়; যমেন সো আল্লাহর কাছে একীন চাইল। এবং কটে যদি আন্তরকিভাবে তার আখরিতরে শুদ্ধরি জন্য দোয়া করে সটো কিসত্যহি বাস্তবায়তি হয়; যমেন সো আল্লাহর কাছে ফরেদাউস চাইল?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

মুসলমিরে কর্তব্য হল দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা— দোয়া কবুল হওয়ার একীন নিয়ে, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রয়েছে ও দোয়া কবুলের কারণগুলো গ্রহণ করে। এরপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা এবং কবুলের বিষয়টি আল্লাহর রহমত, তাঁর অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞার উপর ছেড়ে দোয়া। যহেতে আল্লাহ সর্বাধিক ভাল জাননে দুনিয়াতে বান্দার জন্য যা কল্যাণকর এবং আখরিতে যা তাকে নাজাত দবিবে। গুরুত্বপূর্ণ হল: ধৈর্য ও অপেক্ষা দীর্ঘ হলেও হতাশ না হওয়া এবং তাড়াহুড়া না করা। অর্থাৎ এভাবে না বলা যে, আমি দোয়া করছি; কিন্তু কবুল হয়নি। কারণ স্বয়ং দোয়াটাই (আল্লাহর জন্য নরিদ্ষিক্ত) একটি ইবাদত; যা সত্তাগতভাবে উদ্দ্ষিট; নছিক কবুল হওয়ার জন্য নয়।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “কোন মুসলমি যদি এমন কোন দোয়া করে যাতো কোন পাপ নহে কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নরে বিষয় নহে তাহলে আল্লাহএ দোয়ার বদলতে তাকে তনিটি জনিসিরে কোন একটি দান করেন: তার দোয়াটি অবলিম্বে কবুল করা কথিবা তার দোয়াটিকে আখরিতরে জন্য সংরক্ষতি করে রাখা কথিবা অনুরূপ কোন অনিষ্ট তার থেকে দূর করা। তারা (সাহাবীরা) বলল: তাহলে আমরা অধিক দোয়া করব। তিনি বললেন: আল্লাহও অধিক দাতা।”[হাদসিটি ইমাম আহমাদ ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে (১৭/২১৩) বর্ণনা করছেন। ‘মুআসসায়া রসিলা’-র ভার্সনরে মুহাক্ককিগণ হাদসিটিকে ‘হাসান’ বলছেন এবং ‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ গ্রন্থে মুনযরি হাদসিটির সনদকে ‘জায়্যদি’ (ভাল) বলছেন। আলবানী ‘সাহিহুল আদাব’ গ্রন্থে (৫৪৭) হাদসিটিকে ‘সহিহ’ বলছেন।]

ইমাম নববী তাঁর ‘আল-আযকার’ গ্রন্থে (৪০১) এ হাদসিরে উপর শরিনোম দয়িছেন এভাবে: “মুসলমিরে দোয়া প্রার্থতি বিষয় কথিবা অন্য বিষয়রে মাধ্যমে কবুল হওয়া মরমে দললি শীর্ষক পরচ্ছদে।”

তাই সুনরিদ্ষিট কোন প্রার্থতি বিষয় (যমেন দ্বীনরে পরশিদ্ধি কথিবা আখরিতরে শুদ্ধি কথিবা দুনিয়ার পরশিদ্ধি) হয়তো



বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। বরং আল্লাহদুনিয়া বা আখিরাতের প্রার্থিতা বিষয়ে বদলে অন্য কিছুও বাস্তবায়ন করতে পারেন কিংবা তার থেকে দুনিয়ার কোন অকল্যাণ দূরীভূত করতে পারেন।

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) পূর্ববক্তৃত হাদিস সম্পর্কে বলেন: “এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, এ তিনটির কোন এক পদ্ধতিতে দোয়া কবুল হবেই হবে। এর ভিত্তিতে আল্লাহতাআলার বাণী: “এবং যাকে কষ্টের জন্য তাঁকে ডাক (দোয়া কর) তিনি ইচ্ছা করলে তা দূর করে দেন” [সূরা আনআম, আয়াত: ৪১] এর ব্যাখ্যা হবে (আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ): তিনি ইচ্ছা করবেন। তবে তাঁকে বাধ্যকারী কেউ নেই। এবং “আমি দোয়াকারীর দোয়াতে সাড়া দিই যখন সে আমাকে ডাকে” আয়াতটি এর বাহ্যিক অর্থ ও সাকুল্য অর্থ বলবে— আবু সাঈদ খুদরীর হাদিসের উল্লেখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। আল্লাহতাআলার বাণী দ্বারা কী বুঝতে চয়েছেন এবং তাঁর রাসূল কী বুঝতে চয়েছেন তিনিই ভাল জানেন।

দোয়া— সর্ববৈ কল্যাণ, ইবাদত ও ভাল আমল। আল্লাহকোন নকে আমলকারীর আমল বনিষ্ট করেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন: “আমি দোয়া কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় করি না; কিন্তু আমি দোয়া করা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় করি।” আমার মতে, তিনি দোয়া কবুল হওয়া ও প্রতিশ্রুতির আয়াতকে সাকুল্য অর্থ ব্যাখ্যা করে এমন উক্তি করেছেন। যহেতে আল্লাহপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।” [‘আত-তামহীদ’ (১০/২৯৭-২৯৯) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“প্রত্যেক দোয়াকারীর দোয়াই কবুল হয়। তবে কবুলের প্রকার বিভিন্ন: কখনও দোয়াকৃত বিষয়টি দোয়া হতে পারে, কখনও এর বিনিময়ে অন্যটি দোয়া হতে পারে। এ ব্যাপারে সহহি হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। সে হাদিসটি তিরমিযি ও হাকমে সংকলন করেছেন উবাদা বনি সামতে (রাঃ) এর মারফু হাদিস হিসেবে: “জমনিরে উপরে কোন মুসলিম কোন দোয়া করলে আল্লাহতাকে সঠিক দান করেন কিংবা অনুরূপ কোন অনিষ্ট তার থেকে দূর করেন।” এবং ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস সংকলন করেছেন যে, “হতে পারে তিনি অবলম্বিত দোয়া কবুল করবেন; কিংবা সে দোয়াকে তার জন্য পুঞ্জীভূত করে রাখবেন।” [ফাতহুল বারী (১১/৯৫) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে বায (রহঃ) বলেন:

“দোয়াতে অনুনয়-বনিয় করা, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা, হতাশ না হওয়া— দোয়া কবুলের মহান কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তাই ব্যক্তির উচিত দোয়াতে অনুনয়-বনিয় প্রকাশ করা, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা এবং এ কথা জানা যে, আল্লাহহচ্ছনে— প্রজ্ঞাশীল ও সর্বজ্ঞঃ। হতে পারে তিনি তাঁর প্রজ্ঞাশীলকে কখনও অবলম্বিত দোয়া কবুল করেন। আবার কখনও তাঁর প্রজ্ঞাশীলকে বলিম্বিত দোয়া কবুল করেন। আবার কখনও দোয়াকারীকে তার প্রার্থিতা বিষয়ে চয়ে উত্তম কিছু দান করেন।” [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (২৬/১২২)]



শাইখ আব্দুর রহমান আল-বার্রাক (হাফিঃ) বলেন:

“দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি প্রয়োজন পূরণের চয়ে অধিক আম। তাই প্রার্থতি কিছু হাছিল না হওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্‌আপনার দোয়া কবুল করেনি। অর্থাৎ আপনি বলবনে যে, আল্লাহ্‌আমার দোয়া কবুল করেনি। কীসে আপনাকে সটো জানাবে? হতে পারে আল্লাহ্‌আপনাকে এ তনিটির কোন একটি দিয়েছে। এ কারণে আমি বলছি, গ্রন্থাকারের উক্তি “তনি প্রয়োজন পূরণ করেন” এটি “তনি দোয়া কবুল করেন” এ কথা চয়ে খাস।”[শারহুল আকদি আত-তাহাবিয়া (পৃষ্ঠা-৩৪৮) থেকে সমাপ্ত]

এ আলোচনার মর্ম হল: আপনি দোয়া কবুল হওয়ার একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) নিয়ে দোয়া করবনে; হোক দুনিয়াতে আপনি সটো প্রত্যক্ষ করেনে কিংবা আপনার আখিরাতের জন্য সটোকে বলিম্বতি করে রাখা হোক। কারণ প্রত্যকে যে ব্যক্তি দোয়া কবুলের কারণগুলো নশ্চতি করবে আল্লাহ্র বদান্যতাও তার জন্য নশ্চতি।

এ বিষয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে অনেকেগুলো প্রশ্নোত্তর রয়েছে; সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া যতে পারে। দেখুন: [212629](#) নং ও [135085](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞঃ।